জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 20th Nov. 1957 | ২৬শ সংখ্যা

২৯শে কার্ত্তিক ১৮৭৯ শকাব্দ

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট

"আইওলিন"

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা অগ্রহায়ন বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

চিকিৎসালয় না চিকিৎসা-লয় ?

—০—

চিকিৎসালয় মানে চিকিৎসার আলয় অর্থাৎ যে আলয় অর্থাৎ ভবনে পীড়িতের পীড়ার চিকিৎসা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-লয় শব্দের মধ্যে একটি (-) চিহ্ন থাকায় এই শব্দের দ্বারা বুঝায় যে—যেখানে চিকিৎসা হইত এক্ষণে তাহা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আগে যা হইত এখন তা হয় না।

যে কলিকাতা পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর সেই মহানগরী কলিকাতা কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলার রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে দুশ্চিকিৎস ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল এই কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ নামক চিকিৎসা-লয় এবং চিকিৎসা-শিক্ষালয়ে।

আজও দূর দূরান্তর হইতে দুশ্চিকিৎস রোগ-গ্রস্ত রোগিগণ তাহার প্রাচীন সুনামে আকৃষ্ট হইয়া জীবন রক্ষার জন্য যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করতঃ এখানে চিকিৎসার জন্য আগমন করিয়া বহু আয়াস ও ব্যয় করিয়া শয্যা গ্রহণ করতঃ চিকিৎসা করাইতে আসিয়া থাকেন।

মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া আরও অনেকগুলি চিকিৎসালয় এই মহানগরীতে স্থাপিত হইয়াছে। কত শত বদান্য সহৃদয় ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্তের ব্যাধি মুক্তি পুণ্য কর্ম্ম এবং মানবতার ধর্ম্ম বলিয়া এই চিকিৎসালয়গুলির পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ এই সব চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহাদের সুনাম দিগন্তপ্রসারী করিয়া তুলিয়াছেন।

আজ বেতনভোগী ডাক্তার ও নার্সগণের মধ্যে খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির হিংস্র জন্তুর মত প্রকৃতিসম্পন্ন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন নর-নারী পীড়াগ্রস্ত কয়েক ব্যক্তির উপর নিজেদের অমানুষিক প্রভুত্ব দেখাইয়া এরূপ অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিতেছে যে ইহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও এক ফোঁটা গোমূত্র যেমন এক গামলা বা এক জালা দুগ্ধকে নষ্ট করিয়া ফেলে এই সব অর্ব্বাচীনদের কলঙ্কে সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটিকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলে।

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র মাধব নিদানে কোন্ কোন্ চিকিৎসককে দিয়া চিকিৎসা করানো উচিত নয় তাহা একটি শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন।

"কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ
কুগ্রামী স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে
ধন্বন্তরি সমা যদি।"

কুচেলঃ—ময়লা বস্ত্র পরিহিত, কর্কশ—যার বাক্যে মিষ্টত্ব নাই, স্তব্ধ—যে কম কথা কয়, কুগ্রামী—যে ইতর লোকের গ্রামে বাস করে, স্বয়মাগতঃ, যে না ডাকিতেই গরজ করিয়া চিকিৎসা করার জন্য চেষ্টা করে, এই পঞ্চ প্রকারের চিকিৎসক যদি ধন্বন্তরির সমকক্ষ হয়, তবুও তাদের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে না। চিকিৎসালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যেন এই সকল অসৎগুণসম্পন্ন লোককে কখনও স্ব স্ব চিকিৎসালয়ে স্থান না দেন। স্ব স্ব গৃহে রোগীর চিকিৎসার জন্য এই পঞ্চ প্রকৃতির চিকিৎসককে তাঁহারা যতই বিজ্ঞ হউন যেন কেহ চিকিৎসার্থে নিয়োগ না করেন।

———

চুরি বন্ধের জন্য নূতন তার প্রবর্ত্তন

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তামার তার চুরি বন্ধের উদ্দেশ্যে কর্ত্তৃপক্ষ এক প্রকার নূতন তার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। উহা ইস্পাতের দ্বারা নির্ম্মিত এবং উপরিভাগে মাত্র পাতলা তামার আবরণ থাকিবে। ক্রমাগত তামার তার চুরির ফলে বর্ত্তমানে টেলিগ্রাফ ও ট্রাঙ্ক কল চলাচলে যে বিলম্ব হইতেছে নূতন ব্যবস্থার ফলে উহা কমিবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

———

জমিদারী গ্রহণ আইনের নূতন উপধারা

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিধি (অর্ডিনান্স) ১৯৫৭ জারী করিয়া রাজ্যপাল সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ আইন (১৯৫৩) এর ৪৪ ধারা মধ্যে একটি নূতন ২ (ক) উপধার সংযোজিত করিয়াছেন উক্ত আইনের ৪৪ (২) ধার অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রকাশিত স্বত্বলিপির কোন লেখন সম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি এই নূতন ২ (ক) উপধারা অনুসারে উপযুক্ত কোর্ট-ফি সহ সরকার কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট, স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশের দিন হইতে অথব ইং সন ১৯৫৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর হইতে সুবিধানুযায়ী যাহা পশ্চাত্তর) ৩ তিন মাসের মধ্যে [ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৬ ধারায় বর্ণিত অনুসূচিত জনজাতির (সিডিউল্ড ট্রাইব) ক্ষেত্রে ৬ ছয় মাসের মধ্যে] উক্ত লেখন সংশোধনের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন।

আধিয়ার বা ভাগদার বা বর্গাদারগণও (যাঁহাদের নাম স্বত্বলিপিতে লিপিবদ্ধ হয় নাই) এই ২ (ক) উপধারা অনুসারে দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আপত্তিমূলক লেখন সম্পর্কে ৪৪ (১) ধারা অনুযায়ী আপত্তির বিচারের বিরুদ্ধে ৪৪ (৩) ধারায় বর্ণিত আদালতে (ট্রাইবুনালে) যদি কোনও পুনর্বিচারের প্রার্থনা (আপীল) ইং সন ১৯৫৭ সালের ৪ঠা নভেম্বরের পূর্ব্বেই পেশ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপরি-উক্ত ২ (ক) উপধারার দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না।

———

বেসিক এডুকেশন জার্ণাল

ভারত সরকারের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রণালয় বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার ও এই শিক্ষাকে জনপ্রিয় করিবার জন্য "বেসিক এডুকেশন জার্ণাল" নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় ইহা প্রতি জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে। ১৯৫৮ সনের জানুয়ারী মাসে সাময়িক পত্রটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

——— প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

দরিদ্র এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের "দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—দরিদ্র এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং গবেষণাবৃত্তি এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভরণ পোষণ অনুদান" এই পরিকল্পনার অধীনে স্কুলফাইনালের এবং ইন্টার-মিডিয়েটের পরবর্তী পর্যায়ে অনুমোদিত সাধারণ বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিক্যাল পাঠ্যক্রম অনুসরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদনুসারে, সরকার কর্তৃক বর্তমান শিক্ষা সেসন হইতে (১৯৫৭-৫৮) নিম্নলিখিত বার্ষিক বৃত্তি মঞ্জুর করা হইয়াছে। (ক) স্কুলফাইন্যাল পরবর্ত্তী স্তরে বৃত্তি। ১। আর্টস পাঠ্যক্রমের জন্য—প্রতিটি মাসিক ১৫, টাকা হিসাবে স্ব স্ব পাঠ্যক্রমের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে ১৫০টি করিয়া বৃত্তি, ২। বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল পাঠ্যক্রমের জন্য—প্রতিটি মাসিক ২০, টাকা হিসাবে স্ব স্ব পাঠ্যক্রমের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে ২০০টি করিয়া বৃত্তি, (খ) ইন্টারমিডিয়েট পরবর্ত্তী স্তরে বৃত্তি। ১। আর্টস পাঠ্যক্রমের জন্য—প্রতিটি মাসিক ২০, টাকা হিসাবে স্ব স্ব পাঠ্যক্রমের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে ১০০টি করিয়া বৃত্তি, ২। বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল পাঠ্যক্রমের জন্য—প্রতিটি মাসিক ২৫, টাকা হিসাবে স্ব স্ব পাঠ্যক্রমের প্রথম ও ও দ্বিতীয় বৎসরে ১০০টি করিয়া বৃত্তি। উপরোক্ত বৃত্তি সম্পর্কে সরকার ২,৫৮,০০০ টাকার বার্ষিক ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

উপরে যে সকল বৃত্তি মঞ্জুর করা হইয়াছে সেগুলি সাধারণ বিধানানুযায়ী প্রদত্ত বৃত্তি সমূহের অধিকন্তু হইবে। এই সকল বৃত্তি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠের জন্যই পাওয়া যাইবে। বৃত্তিধারী ছাত্রগণ সাধারণতঃ পূর্বে শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদন না লইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত কোন অর্থ বা কনসেসন গ্রহণ করিবেন না। সংশ্লিষ্ট বৃত্তিসমূহ শিক্ষাগত অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রগণ ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের দেওয়া হইবে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য স্বতন্ত্রবিধান করা হইয়াছে। যাঁহারা স্কুল ফাইন্যাল এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এই বৃত্তি কেবল তাঁহাদেরই দেওয়া হইবে। প্রত্যেকটি আবেদন আবেদনকারী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিতেছেন উহার প্রধানের মারফৎ প্রেরণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক আবেদনের সহিত তাঁহাদের অভিভাবকগণের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একখানি প্রমাণপত্র পেশ করিতে হইবে, উহা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত অন্ততঃ দুই জন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হইতে হইবে। আবেদনের সহিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত একখানি সার্টি-ফিকেট অব মেরিট ও দাখিল করিতে হইবে।

প্রথম বার্ষিক এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠরত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে তাঁহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার নিকট নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে। উক্ত ফরম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পাওয়া যাইবে। ইতোপূর্বে দরখাস্ত করিয়া না থাকিলে তাঁহাদের ১৯৫৭ সালের ২৫শে নভেম্বরের ভেতর দরখাস্ত জমা দিতে বলা যাইতেছে। —প্রেসনোট

স্কুল ফাইন্যালের সরকারী বৃত্তি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ পরিচালিত ১৯৫৭ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় মুর্শিদাবাদের দুইটি ছাত্র রাজ্য সরকারের বৃত্তি পাইয়াছেন। ১৯৫৭ সালের ১লা জুন হইতে দুই বৎসরের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত কলেজে ভর্ত্তি হইলে এই বৃত্তি পাওয়া যাইবে। সংশ্লিষ্ট ছাত্রেরা সেসানের সুরু হইতেই বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ পাইবেন এবং ইতিমধ্যে প্রদত্ত বেতন ফেরত পাইবেন।

শ্রীকাঞ্চনকুমার মুখোপাধ্যায়
গোরাবাজার, ঈশ্বরচন্দ্র ইনষ্টিটিউসন।
এবং শ্রীরতনকুমার ঘোষ, নবাব বাহাদুর
ইনষ্টিটিউসন, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই ডিসেম্বর ১৯৫৭

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৬৩ থাং ডিঃ ফুলচাঁদ শেঠী দেং হাজি আবদুল মজিদ বিশ্বাস দিং দাবি ৪৬ টাকা ৫৬ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামপুর ১-১ শতকের কাত ২৮/৬ পাই আঃ ২০, খং ৭৩৩

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

১৬৩ থাং ডিঃ শিউপ্রসন্ন রাম ভকত দেং ভোলা-নাথ মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ১১৭ টাকা ৬৪ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বান্ধ্যা ৩-৫৮ শতকের কাত ১৭.৬ আঃ ১০০, খং ৪০১

১৬৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৬২ টাকা ২৩ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৩-৫৯ শতকের কাত ২৬॥/৫ আঃ ১০০, খং ৩৯০

৭৫ থাং ডিঃ অমানো বর্ম্মণ্যা দেং পূর্ণচন্দ্র সাহা দাবি ১৫৬৷৴০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুতুবপুর ৫-৯৪ শতকের কাত ২৫।৶৪ আঃ ১০, খং ৪৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৪৩ থাং ডিঃ ঐ দেং সরোজিনী দেবী দাবি ৭৫ টাকা ৬ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৫০৬ শতকের কাত ১৫॥৶৬ আঃ ১০, খং ৯৬

১৪৪ থাং ডিঃ ঐ দেং বীণাপাণি দেবী দাবি ১৩ টাকা ৯১ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৩৩ শতকের কাত ৶৪ আঃ ১০, খং ৯৫ স্থিতিবান স্বত্ব

১৪৫ থাং ডিঃ ঐ দেং মহরম সেখ দাবি ২৫ টাকা ৩৬ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে বহড়া ৫৭ শতকের কাত ১॥৵৪ আঃ ১০, খং ৩২৬ ঐ স্বত্ব

১৪৭ থাং ডিঃ ঐ দেং শ্যামাপদ সাহা দাবি ৪৭ টাকা ৭৮ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ২-৩৬ শতকের কাত ৫৮৶৪ আঃ ২০, খং ১৪৪ ঐ স্বত্ব

১৫১ থাং ডিঃ ঐ দেং শ্যামাপদ সাহা দিং দাবি ২৯ টাকা ৪ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে তেঘরী ১৩৭ শতকের কাত ২৶৭ আঃ ৫, খং ১৪৩ ঐ স্বত্ব

১৫৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ভুজঙ্গভূষণ অধিকারী দিং দাবি ২১ টাকা ৮৬ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে রামপুর ৬-৫৮ শতকের কাত নিজাংশে ২।০ আঃ ১০, খং ১৭৮ ঐ স্বত্ব

১৫৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দাবি ৩১ টাকা ১২ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-১৩ শতকের কাত নিজাংশে ৪৫২ আঃ ৫৲ খং ১৭২ ঐ স্বত্ব

১৯৮ খাং ডিঃ ঐ দেং বৈদ্যনাথ রায় দিং দাবি ৩৮ টাকা ৪৭ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ১৭১ শতকের কাত ৪৲ আঃ ৫৲ খং ৫৪, ৫৯, ৮১, ২১৭, ২০৭, ৩০৮, ৩৫৭ ঐ স্বত্ব

১৯৯ খাং ডিঃ ঐ দেং সহদেব সাহা দাবি ১৬ টাকা ৯২ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে তেঘরী ৩১ শতকের কাত ।৶৩ আঃ ৫৲ খং ৪৯৭ ঐ স্বত্ব

১৬৮ থাং ডিঃ ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ দেং বিমলচন্দ্র দাস দিং দাবি ২১ টাকা ৪৫ নঃ পঃ থানা স্থতী মৌজে বংশবাটী ১২৯ শতকের কাত ১৶০ আঃ ১০৲ খং ১৪০৩ স্থিতিবান স্বত্ব

১৬৯ থাং ডিঃ ঐ দেং রেহাত আলি সেখ দাবি ১৯ টাকা ৯৭ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৬০ শতকের কাত ১৷৷৪ আঃ ১০৲ খং ১৯২১ কোর্ফা স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৩৮ থাং ডিঃ সরযুগ দেবী দেং বিভূতিভূষণ সরকার দাবি ৩৫ টাকা ৮ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে কোতলা ২-১৭ শতকের কাত ৪৷৷৴১১ আঃ ২০৲ খং ৮৯

৬০ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং বিবি লখিমন নেসা দাবি ১৬ টাকা ৪১ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মালঞ্চা ১০ শতকের কাত ১।৴২৷৷ আঃ ৫৲ খং ৬০৮

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ২০শে জানুয়ারী ১৯৫৮

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

২৩ মনি ডিঃ রসুলবকৃস নাদাপ দেং এসমাইল নাদাপ দাবি ১৯৩ টাকা ৯৫ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে লালপুর ১২ শতকের কাত ।৶০ আঃ ৫০৲ খং ৭৯৫

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয় অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বল যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

বরাকরে মজুত কয়লার পরিমাণ

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলের অন্তর্গত বরাকরে ভূপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ফুট নীচে পর্যন্ত মোট ১১৭২ কোটি ৭০ লক্ষ টন কয়লা মজুত রহিয়াছে এবং উহার মধ্যে ২১৪ কোটী ৫০ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট কোক শ্রেণীর। ১৯২৬-২৮ সনের সমীক্ষার ফলে সেখানে মাত্র ৪৫৩ কোটি ৭০ লক্ষ টন কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল।

প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

ইরাকের রাজার ভারত সফর

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আমন্ত্রণক্রমে ইরাকের রাজা দ্বিতীয় ফৈজল এবং যুবরাজ ১৯৫৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষার্ধে ভারত পরিভ্রমণে আসিবেন।

প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

টেণ্ডার আহ্বান

৩৮টি মজিয়া যাওয়া সেচের পুষ্করিণী পুনর্খননের জন্য সীলকরা টেণ্ডারসমূহ আহ্বান করা যাইতেছে এবং ঐগুলি মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর)স্থিত পুষ্করিণী উন্নয়ন আধিকারিক কর্ত্তৃক ৭।১২।৫৭ তারিখে বেলা ২-৩০ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। টেণ্ডারসমূহ নির্দ্দিষ্ট ফর্মে মুর্শিদাবাদের পুষ্করিণী উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট দাখিল হওয়া প্রয়োজন, এবং উহার সঙ্গে বায়নার টাকা হিসাবে অনুমিত ব্যয়ের ৫ শতাংশ জামানতের উল্লেখসহ একটি ট্রেজারি চালান এবং আয়কর পারিশোধের ছাড়পত্র, বা টেণ্ডারদাতার গত ৩ বৎসরের মধ্যে করযোগ্য কোন আয় ছিল না—এই মর্মে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত একটি ঘোষণা পত্রও থাকা চাই। কার্যাদি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ আফিস খোলা থাকাকালে যে কোন সময় অফিসে দ্রষ্টব্য। টেণ্ডারগুলি ৭।১২।৫৭ তারিখে বেলা ৩ টায়, যে সকল টেণ্ডারদাতা বা তঁহাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহাদের সম্মুখে খোলা হইবে। কোন টেণ্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কুটিরশিল্পী ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সরবরাহকারীর নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য আহ্বান

তাঁত বস্ত্র, সূচী শিল্পজাত দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্যাদি, তামা কাঁসার বাসন, মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা, শংখ ও হাড়ের প্রস্তুত দ্রব্যাদি, বাঁশ ও বেতের প্রস্তুত নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ, চর্ম্মশিল্প ইত্যাদি কুটির শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক বিভিন্ন জিলা ও মহকুমা সহরে সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে—শিল্পীগণ এসব কেন্দ্রে অনায়াসে নিজ নিজ প্রস্তুত মাল বিক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। যেসব শিল্পী অথবা শিল্পজাত দ্রব্যাদি সরবরাহকারী উপরোক্ত সরকারী বিক্রয়কেন্দ্রে মাল সরবরাহ করিতে চান তাহাদের নাম নিজ নিজ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে লিষ্টিভুক্ত করিবার জন্য উক্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। দরখাস্তের একখণ্ড নকল ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ, ১নং, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১এর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ভাল বীজ আলু ব্যবহার করুন

—:o:—

নীরোগ ও ভাল জাতের বীজ আলু ব্যবহারে অনেক বেশী ফল পাওয়া সম্ভব। অনেকের মত জমিতে আপনিও পরীক্ষা করে দেখুন। সরকারী বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত রয়েল কিড্‌নি রেঙ্গুন জাতীয় অতি উৎকৃষ্ট বীজ আলু এখনও কিছু পাওয়া যাবে। আপনার নিকটবর্তী কৃষি কর্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অথবা আলু প্রাধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ, কলিকাতা এই ঠিকানায় লিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন। আপনার নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার খরচ সহ দাম প্রতি মণ ২৮৲ টাকা।

প্রতি বস্তায় দেড় মণ আলু থাকে এবং বস্তা হিসেবে বিক্রী হবে। আপনার কত বস্তা দরকার, আপনার নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম, ডাক ও তার ঘরের নাম ইত্যাদি জানিয়ে আমাদের চিঠি দিতে পারেন। কিম্বা মহাকরণের ঠিকানায় অগ্রিম টাকা পাঠিয়েও দিতে পারেন। যত সত্বর সম্ভব বীজ আলুর ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হোন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত।

কলিকাতা সিটি কলেজের ছাত্রদের প্রশংসনীয় উদ্যম

শারদীয়া উৎসবের সমুদয় অর্থ যক্ষ্মা হাসপাতালে দান

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সিটি কলেজ ছাত্র-সংসদের কার্য্যকরী সভার অধিবেশনে নির্দ্ধারিত হয় যে, কলেজের শারদীয়া উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট চার হাজার পাঁচ শত টাকা, সিটি কলেজের ছাত্রের জন্য সংরক্ষিত শয্যা নির্ম্মাণকল্পে সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতালে দান করা হইল।

এই কার্য্যের জন্য প্রশংসা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধ্যক্ষ মহাশয়কে এক পত্রে জানান যে, প্রদত্ত অর্থে ক্রীত যক্ষ্মা নিরোধক যাবতীয় যন্ত্রে "সিটি কলেজ ছাত্রগণের প্রদত্ত" এই শব্দগুলি খোদিত থাকিবে এবং সিটি কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি শয্যা সংরক্ষিত থাকিবে।

বসন্ত রোগ

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। এ সময়ে সকলের প্রতিষেধক টিকা লওয়া একান্ত আবশ্যক।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষ রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১।৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।